★ মুনাফা বাঁটোয়ারা বিশেষজ্ঞ কমিটির রায়—মালিকের মুনাফা ★ ঠিক রাখিয়া শ্রমিকের আয় কমানো

গণদাবী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী

১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা] বুধবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৫, ১লা ডিসেম্বর ১৯৪৮ [মূল্য—দুই আনা

মুনাফা বাঁটোয়ারা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত প্রকাশিত হইয়াছে; তাহাতে নূতন করিয়া নেহেরু সরকারের শ্রমিক দরদের নমুনা প্রমান হইল। অবশ্য ইহা এমন কিছু নূতন নয়; নেতাদের অন্যান্য সকল বিষয় আজ পর্য্যন্ত যেমন ধনিক স্বার্থে পরিচালিত হইয়াছে এই পরিকল্পনাও সেই পাকা সড়ক ছাড়িয়া ভিন্ন পথ ধরে নাই। তবে অন্যান্য আইনগুলিকে তবু ভারতীয় ধনিক গোষ্ঠি অন্ততঃ মুখে বাধা দিয়াছে কিছু কিন্তু মুনফা বাঁটোয়ারার বেলায় সে বাধা ত নাইই বরং উচ্ছসিত প্রশস্তিই জুটিয়াছে তাহার কপালে। নেতাদের কৃষক-প্রজা-মজদুর রাজ ইহা দ্বারা যে ভাবে কায়েম হইবে তাহার ভবিষ্যত ভাবিয়া ধনিক প্রবর ডালমিয়ার Times of India পর্য্যন্ত ইহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছে অথচ এই কিছুদিন পূর্ব্বেও মুনাফা বাঁটোয়ারা প্রস্তাবকে ভারতীয় ধনিক শ্রেণী উগ্রভাবে বাধা দিয়াছে, পরিকল্পনা গৃহিত হইলেও যাহাতে কার্য্যকরী না হয় তাহার জন্য নিজেদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রিকা গুলির মধ্য দিয়া আন্দোলনও করিয়াছে।

নেতারা আশ্বাস দিয়াছিলেন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের বর্দ্ধিত মূল্যের অনুপাতে শ্রমিকরা যাহাতে উপযুক্ত মজুরী এবং উৎপাদনের বৃদ্ধির তুলনায় বাড়তি মুনাফার অংশ পায় সেই উদ্দেশ্যের দিকে মূল লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পনাটি প্রনয়ণ করা হইবে। অথচ তাহার পরিবর্ত্তে শ্রমিকদের মোট আয় কমাইবারই পাকা ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরিকল্পনা চালু হইবার পূর্ব্বে শ্রমিকরা যাহা পাইত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য করিলে তাহা অপেক্ষা যে অনেক কম তাহারা পাইবে এই সত্যটিকে অস্বীকার করিতে পারে নাই ধনকুবের ডালমিয়ার উপরোক্ত সংবাদপত্রটি পর্য্যন্ত। "মুনাফা বাঁটোয়ারা সম্পর্কীয় কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর বোম্বাইএর ফাটকা বাজার মহল খুব আনন্দিত হইয়াছে কারণ তাহাদের মতে বেশীর ভাগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যাহা ব্যয় করিত ইহার দ্বারা তাহা অপেক্ষা অনেক কম খরচ হইবে।" নেতাদের শ্রমিক প্রীতি ও তাহাদের দুঃখ প্রভৃতি দূর করিবার বিষয়ে আন্তরিকতা সম্বন্ধে যদি কাহারও মোহ থাকে ধনিক গোষ্ঠির এই স্বীকৃতি সে মোহ দূর করিতে বাধ্য।

টাটা বিড়লা গোষ্ঠির পদলেহী নেহেরু-প্যাটেল সরকার

বিড়লার Eastern Economist সরকারকে উপদেশ দেয় "সাময়িকভাবে দৈনিক ৯ ঘণ্টা বা ১০ ঘণ্টা কাজ চালু করিতে হইবে।" সরকার জোহুকুমের মত সেই মত গ্রহণ করিয়াছেন; ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই প্রদেশে 'রেশানালাইজেশান' প্রথা চালু করা হইয়াছে। মালিকের মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিন জন শ্রমিকের কাজ দুই জনকে দিয়া করাইয়া লওয়া হইতেছে। মালিক নির্ব্বিচারে ছাঁটাই করিয়া চলিয়াছে সরকার নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকার অভিনয় করেন অথচ যে মুহূর্ত্তে শ্রমিক ছাঁটাই বিরোধী ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হয় তখনই তাহার উপর পুলিশী অত্যাচারের বন্যা বহিয়া যায়, শিল্পে শান্তি ব্যহত করিবার জন্য তাহাকেই একমাত্র দায়ী করা হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী চটকলগুলিতে দিনের পর দিন নির্ম্মমভাবে ছাঁটাই চলিতেছে সরকারী লেবার গেজেট গুলি পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেছে এই কথা মালিক পক্ষের কোন দোষই সরকারের চোখে পড়ে না। আসাম ও সংযুক্ত প্রদেশে মালিক শ্রেণী কি হারে ছাঁটাই করিয়া চলিতেছে তাহার পরিচয় মিলিবে নিম্নোক্ত ফিরিস্তি হইতে অথচ সরকার পক্ষ আজ পর্য্যন্ত ইহার প্রতিকার ত করেন নাই উপরন্তু এই অন্যায়ের প্রশ্রয়ই দিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন।

গড়ে কত লোক দৈনিক কাজ করে

	(প্রথম ছয় মাস)		
আসাম—	১৯৪৫ সাল	১৯৪৬ সাল	১৯৪৭
	১২,৪২৫	১১,৮২৪	১০,৬৪১
সংযুক্ত প্রদেশ—			
	২,৩৬,০৫৬	২,১৪,৮৫১	১,৯৫,৮০০

দিনের পর দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে শ্রমিকের আসল মজুরী প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়াছে অন্য দিকে মালিকের মুনাফার হার বাড়িয়াই চলিয়াছে। তথাপি মালিক গোষ্ঠির মতে—"গত কয়েক বৎসর ধরিয়া শ্রমিক শ্রেণীর আয় ধাপে ধাপে বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং লগ্নিকারদিগের আয় ক্রমশই কমিতেছে (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড)। সুতরাং তাহাদের মতে মজুরী বৃদ্ধি বন্ধ করিতে হইবে। সরকার পক্ষ টাটা বিড়লার কথা অনুযায়ী তাহাতে মত দেন। এ হেন ধনিক রাষ্ট্রের নিকট হইতে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর কিছু ভাল প্রত্যাশা করিবার নাই।

উৎপাদনের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব মুনাফা খোর মালিক শ্রেণীর হাতে

বিড়লার Eastern Economist এর হিসাব মতে ভারতবর্ষের কাপড়, চিনি, ইস্পাত, সিমেণ্ট প্রভৃতি শিল্প ইহাদের উৎপাদন ক্ষমতা অপেক্ষা শতকরা ৩৩ ভাগ কম উৎপন্ন করিতেছে। এই উৎপাদন হ্রাসের কারণ যে ধর্ম্মঘট নয় তাহা নিশ্চিৎ রূপে প্রমান করা যায় যদি ধর্ম্মঘটের সরকারী তথ্যের ও আলোচনা করা যায়। শিল্পোৎপাদন কমাইয়া জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি করিয়া মুনাফা লুণ্ঠন করাই যে ধনিক শ্রেনীর একমাত্র লক্ষ্য সেই মালিক শ্রেণীর হাতে উৎপাদন এবং শিল্প পরিচালনার পূর্ণ কর্ত্তৃত্বই রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকের যখন কোন কর্ত্তৃত্বই থাকিবে না তখন উৎপাদিত দ্রব্যের মোটা অংশ যে পিছনের দরজা দিয়া শ্রমিকের অগোচরে চোরা বাজারে আশ্রয় লাভ করিবে তাহা অবধারিত। সুতরাং সেই উৎপাদিত দ্রব্যের উপর মুনাফা হিসাবে দেখানই হইবে না। এই ভাবে ব্যালান্সসিটে মুনাফার অঙ্ককে কম করিয়া দেখাইয়া শ্রমিককে বেশ ভালভাবেই প্রতারিত করিবার সুযোগ ধনিক শ্রেণীকে দেওয়া হইয়াছে পরিকল্পনার সাহায্যে। পরিকল্পনাটি আবার পাট, কাপড় ইস্পাত, সিমেণ্ট টায়ার ও সিগারেট এই কয়টি শিল্পে প্রথমে কার্য্যকরী হইবে। এই ব্যবসাগুলিতে চোরা পথে কি পরিমান বিরাট লাভ হয় জনসাধারণ তাহা ভাল করিয়াই জানে। সুতরাং শ্রমিক দিগকে যে কি ফাঁকির পথে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না।

মালিকের মুনাফা কিছুই কমে নাই বরং বাড়ান হইয়াছে

প্রথমে মোট মুনাফা হইতে ট্যাক্স, এজেন্সি কমিশন ও ক্ষতিপূরণ বাদ দেওয়া হইবে; বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই হইল নীট মুনাফা। এজেন্সি কমিশন ও ক্ষতিপূরণের নামে যে বিরাট অঙ্ক এতদিন মালিক শ্রেণীর পকেটে আসিতেছে তাহাকে রোধ করিবার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই পরিকল্পনাটিতে বরং সেই বিরাট ফাঁকির অঙ্ককে আইনের মর্য্যাদা দিয়া মালিকের পকেটে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যুদ্ধপূর্ব

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

অন্যান্য পৃষ্ঠায় দেখুন

★ শ্রমিক শ্রেণীর দায়িত্ব
★ চরম শান্তি
★ নভেম্বর বিপ্লব দিবসের সভা
★ পূর্ব্ব পাকিস্তানে লিয়াকত আলি
★ চটকলে মজুর ছাঁটাই
★ চটকল ওয়ার্কস কমিটি
★ কংগ্রেসী নেতার চোরাকারবারের কাহিনী
★ কথা প্রসঙ্গে

ধনিকশ্রেণীর আক্রমণ প্রতিহত করিতে শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব

সমস্ত দুনিয়ার পুঁজিবাদী শ্রেণী আপন বাঁচার তাগিদে শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত জনসাধারণের উপর আক্রমণ শুরু করিবার সাথে সাথে ভারতবর্ষের ধনিক শ্রেণীও পূর্ণদ্যোমে শ্রমিক শ্রেণীর উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। ভারতীয় ধনিক শ্রেণী কংগ্রেসের মারফত বৃটিশ ধনিক শ্রেণীর সাথে আপোষের ভিতর দিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া প্রথমেই যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইতেছে জঙ্গী জনতার গণআন্দোলনকে ধ্বংস করা। ভারতীয় মজুর শ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস করার কোন অপচেষ্টাই বাদ রাখেন নাই কংগ্রেসী সরকার—অত্যাচার উৎপীড়ন, গুলি বেয়নেট, বেআইনী কালা কানুন, ধর্মঘট বিরোধী আইন, "শিল্পে শান্তি" আওয়াজ সব কিছুই চালাইয়াছেন কংগ্রেসী সরকার গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে।

শ্রমিকদিগের যেমন চলিয়াছে এই ধরণের নগ্ন অত্যাচার আর শ্রমিক স্বার্থ বিরোধি আইনের প্রয়োগ অন্যদিকে তেমনি চলিয়াছে শ্রমিক শ্রেণীকে ধোঁকা দিবার নানা অপকৌশল; ট্রাই-ব্যুনাল প্রথার চালু করিয়া মজুরদের ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়াকে মিটাইবার ব্যাপারে অনর্থক দেরী করা হইতেছে, জাতীয় স্বার্থ, জাতীয়তা রক্ষা ও শিল্পরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাইয়া শ্রমিক শ্রেণীকে নির্দ্বিবাদে ধনিক মালিকের শোষণ ও অত্যাচার মানিয়া নিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে; আবার মেকী সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক দরদ দেখাইয়া শ্রমিক শ্রেণীকে ধোকা দিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই শেষোক্ত কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিবার জন্য দাঁড় করানো হইয়াছে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে—তাহারা মজুরের দরদী সাজিয়া জোর করিয়াই শ্রমিক শ্রেণীকে কংগ্রেসী সরকারের 'শিল্পে শান্তি' ও 'উৎপাদন বৃদ্ধির' আওয়াজে খাটাইয়া নিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের মুখে জাতীয়তার প্রচার, ইয়াঙ্কি গণতন্ত্রের সুখ্যাতি আর সাম্যবাদ বিরোধী প্রচার। মালিক আর পুলিশের সাহায্যে শ্রমিকদের জোর করিয়া, ভয় দেখাইয়া জাতীয় টি-ইউ-সির সভ্য করানো হয়। এর উপর আবার আছে জয় প্রকাশের সমাজতন্ত্রীদল, গ্রেট বৃটেনের লেবার পার্টি ও ফ্রান্স আমেরিকা প্রভৃতি দেশের সমাজতন্ত্রী দলের কার্য্যতঃ ভারতীয় দালাল, এটলি বেভিন, গুম্যান ব্লুম প্রভৃতির শিষ্য সমাজতন্ত্রীদলের পেটোয়া নীতি আজ পরিষ্কার ভাবে শ্রমিক শ্রেণীকে বিপ্লব বিরোধী পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও শ্রমিকের ধর্মঘট সমর্থনকরিয়া ইহারা ইহাদের দালালী রূপ ঢাকিতে চেষ্টা করিতেছে।

তাই আজ ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণী এমনি ধরনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শত্রুর আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠে

ভারতের শ্রমিক শ্রেণী কি আজ প্রস্তুত এই আক্রমণ প্রতিহত করিতে; এই আক্রমনের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ভারতের শ্রমিক শ্রেণী কি আজ অগ্রসর হইতে পারিবে সত্যিকারের স্বাধীনতার পথে, সমাজতন্ত্রের পথে? এই প্রশ্নের উত্তর শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগামী (vanguard) সচেতন অংশকেই দিতে হইবে। তলাইয়া দেখিতে হইবে নিজেদের সচেতনতা কতখানি, মতবাদ এবং কর্ম্মপন্থা কতখানি নির্ভুল, অন্যান্য শোষিত শ্রেণীগুলির মধ্যে কতখানি লড়াইয়ের উপযোগী মনোভাব এবং একতা সে আনিতে পারিয়াছে। এই প্রশ্নগুলির সঠিক জবাব এবং নির্ভুল বিশ্লেষণ ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীই একমাত্র পথ দেখাইতে পারে, বাঁচাইতে পারে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে।

অথচ আজ ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর বাস্তব অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর মতবাদের প্রভাবে সে আজও সত্যিকারের বিপ্লবী পথ চিনিতে পারে নাই—আজও সম্পূর্ণ ভাবে জাতীয় টি-ইউ-সির সর্ব্বনাশাকর ভূমিকার রূপ তাহারা চিনিতে পারেনাই, মজদুর পঞ্চায়েতের (S. P.) ডাকে এখনও তাহারা কোথাও কোথাও সাড়া দেয়,—এবং সর্বোপরি বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন যে বিপ্লবী দলের সেই বিপ্লবী দল—আজও ভারতের শ্রমিক শ্রেণী গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। আজও তার আন্দোলন অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার গণ্ডীতেই অনেকখানি পরিমানে আবদ্ধ হইয়া আছে, রাজনৈতিক লড়াইএ তাহারা আজও আগাইয়া আসে নাই। কিন্তু বিশ্ব রাজনীতির বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এবং ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর দুমুখো আক্রমণের সম্মুখে যদি আজও শ্রমিক শ্রেণী সঠিক পথ বাছিয়া লইতে না পারে তবে ভবিষ্যত শুধু অন্ধকারই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু ভরসা আছে ভবিষ্যত সম্বন্ধে, বিশ্বাস আছে শ্রমিক শ্রেণীর শক্তির উপরে, জানা আছে সমাজ ব্যবস্থার চলার ছন্দ—তাই আজকে আগাইয়া আসিতে হইবে সঠিক পথ নির্দ্দেশের জন্য।

আজকের এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণীকে প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে তাহাকে আর শুধু অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার আন্দোলন করিলে চলিবে না—আগাইয়া আসিতে হইবে রাজনৈতিক লড়াইয়ে; বুঝিতে হইবে ধনিক শ্রেণীকে বাঁচাইয়া রাখিয়া বর্ত্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রকে চালু রাখিয়া তাহার দাবী দাওয়ার কোন মিমাংসাই সম্ভব নহে, ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াই চালাইয়া রাষ্ট্র যন্ত্র করায়ত্ব করিতে হইবে, সেই লড়াইই তাহার বাঁচিবার লড়াই, তাহাই তাহাকে করিতে হইবে।

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

কথা প্রসঙ্গে

যাক নিশ্চন্ত হওয়া গেল; ভারতবর্ষে যে কৃষক মজদুর রাজ প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে তার জলজ্যান্ত প্রমান মিলেছে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে সম্মান-সূচক আইনের সর্ব্বোচ্চ উপাধি দেবার উদ্দেশ্যে যে সমাবর্ত্তন উৎসব হয়ে গেল সরদারজী তাতে বলেছেন—"একজন কৃষক দান গ্রহণ করবে এরকম আশা করা যায় না। আর আমি নিজেই একজন কৃষাণ।" বল্লভভাই কৃষাণ হলেন; আর রাজাজী যে শ্রমিক, তাঁর সঙ্গে শ্রমিকের প্রভেদ নেই—এ কথা বড়লাটের মুখ থেকে কমপক্ষে হাজার বার শোনা গিয়েছে। সুতরাং সেই রাজা ও বল্লভ যখন দিল্লীর গদি শাসন করছেন তখন ভারতবর্ষে যে কৃষাণ-মজদুর রাজ কায়েম হয়েছে যুক্তি মানলে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। নবাবী আমলে এক রাজবল্লভ বাংলা দেশকে ইংরাজের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করেছিলেন খোলাখুলি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাই সেটা সকলের চোখে পড়ে, কিন্তু রাজা-বল্লভের কৃষাণ মজদুর রাজ নোতুন আকার গ্রহণ করেছে বলে সেটা সহজে চোখে পড়ে না। রাজবল্লভের ঐতিহ্য রাজা-বল্লভরা ও সমানে বহন করে চলেছেন। তাই শুধু কৃষাণ মজদুরদের ওপর ১২০ বারের মত গুলি লাঠি চালিয়ে ক্ষান্ত না থেকে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড থেকে লগ্নি পুঁজির সঙ্গে আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার খোদ কর্ত্তাদের নিয়ে আসা হচ্ছে ভারতীয় ছেলে মেয়েদের ইঙ্গমার্কিন কায়দায় শিক্ষা দিতে। এর পর শুধু "জয় গান্ধীপন্থী বল্লভ ভাই প্যাটেলের জয়" বলে এইলি-ট্রম্যান চরিতামৃত পাঠে সময় কাটাতে পারলে মোক্ষ না মিলে যায় না।

* * *

বিজ্ঞান বলে তাপ স্থির থাকলে চাপ বাড়লে মাপ কমে যায়। আমরাও তাই জানতাম। তাই ট্রামে যাওয়া আসার সময় ভীড়ের চাপ আমাদের ওপরদিনের পর দিন বাড়লেও আমরা মনের তাপকে বাড়তে দিই নি এই আশা করে যে একদিন না একদিন ভাড়ার মাপ কমবেই কমবে। এখন দেখছি বিজ্ঞান মিথ্যে; ভীড়ের সঙ্গে ভাড়াও বাড়ে। ১৯৪৫ সালে ট্রামের দৈনিক গড় পড়তা আয় ৪৯৩৯৯৲ টাকা ছিল ১৯৪৮ সালে তা হয়েছে ৫২২৪৭৲ টাকা। সুতরাং ভীড়ের চাপ যে বেড়েছে তাতে সন্দেহ নেই তবু বাংলা সরকার ভাড়া বাড়াতে অনুমতি দিয়েছেন। যাত্রীরা সব হুসিয়ার! ভাড়া ঠিক রাখার জন্য দরখাস্ত করলে শুনতে হবে "গরীবের আবার ট্রাম বাসে চড়া কেন? হেঁটে আফিস যেও' যেমন শুনেছিল ছাত্রেরা—"গরীবের ছেলের আবার ডাক্তারি পড়া কেন? কম্পাউণ্ডারী "পড়গে।" নিজের মান নিজের কাছে। সুতরাং সাবধান। দরবারে কিছুই হবে না বিচার নিজেদের হাতেই নিতে হবে।

(৩য় কলমে দেখুন)

* * *

আহা চায়ের কি মহিমা! ভারত-সরকারের শ্রম বিভাগের ও মন ভিজিয়ে দেয়। আজ পর্য্যন্ত সরকারী শালিসি আর তদন্ত কমিশনের দৌলতে শ্রমিকরা একবার ও আগের চেয়ে মজুরী বেশী পায় নি বরং কমেই গিয়েছে তাদের আয় সরকারী করুণায়। মেতাদের স্বাধীনতার পর শালিসির বিচারে ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিক পেয়েছে ৫৫৲ টাকা, করপোরেশন শ্রমিক ৫০৲ সুতাকল শ্রমিক ৪৬৷৷/১ পাই অথচ বিচারের আগে গড়ে তাদের কারও মোট আয় ৭০৲ টাকার কম ছিলনা। সুতরাং সরকারী হস্তক্ষেপে যে শ্রমিকদের মজুরী কমে এইটেই জানা ছিল কিন্তু হঠাৎ কি হয়ে গেল! চা বাগানের মজুরদের জীবনধারণের মান উন্নত করার জন্য ভারত সরকারের শ্রমবিভাগ একটা তদন্ত কাজ পরিচালনা করেন। তাতে তাঁরা জানিয়েছেন—"শারীরিক পুষ্টি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মজুররা দুধ ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য প্রায় কিছুই কিনতে ও ব্যবহার করতে পারেনা।" এই দুঃখের হাত থেকে উদ্ধার করতে সরকার প্রত্যেক পুরুষ শ্রমিকের দৈনিক মজুরী ১৵০ করে দিতে উপদেশ দিয়েছেন। প্রতি শ্রমিকের পোষ্য সংখ্যা গড়ে ৪·৫৭ জন সরকারী হিসেব মতে। তাদের ঐ পয়সায় নুন ভাত জোগান যায় কিনা ভাববার কথা তা নয় তাদের দুধ খেতে বলা হয়েছে। ধন্য শ্রম মন্ত্রী জগজীবন রাম! তোমার দুরদর্শিতা ও দয়ার "রাম নাম সৎ হ্যায়" ধ্বনি শুনতে আর জীবন সাগরে পাড়ি দিতে দেরী হবে না শ্রমিক শ্রেণীকে। সফল তোমার নাম। এত দয়া না হলে কি লোকে দয়াময় রাম বলে?

"ইহুদী সমস্যার" সমাধান নির্ভর করে পুঁজিবাদের ওপর সমাজতন্ত্রের জয়লাভে

ইলিয়া এরেনবুর্গ

(বিশ্ববিখ্যাত সমাজতন্ত্রী সাহিত্যিক ইলিয়া এরেনবুর্গের বর্ত্তমান প্রবন্ধটি ভারতবর্ষের তথাকথিক সমস্যা হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধানের প্রকৃত পথ দেখাবে যদি ইহুদী ও আরব কথাগুলির বদলে হিন্দু ও মুসলমান ধরে নেওয়া হয়— (গণদাবী-সম্পাদক)

মিউনিক থেকে আর আলেকজাণ্ডার নামে কোন এক ভদ্রলোক আমাকে একখানা চিঠি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন :—"আমার চিঠি দেখে হয়ত আপনি অবাক হবেন। আমি আপনার খানকতক বই পড়েছি; পড়ে আমার ধারণা হয়েছে যে আমার সমস্যার আপনি একটা সমাধান করে দিতে পারেন। সমস্যাটা আমার কাছে অত্যন্ত জটিল। আমি এক ফ্যাসিবিরোধী জার্মান ইহুদী ছাত্র। ১৯৩৮ সালে আমি ফ্রান্সে পালিয়ে যাই কোন রকমে। নাৎসীরা যখন ফ্রান্স আক্রমন করে আমি প্রথমটা গাঢাকা দিই এবং পরে ২ বছর ধরে ফরাসী গোরিলা দলে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই চালাই। "গ্যাব্রিয়েল পেরি" গেরিলা দলে ছিলাম আমি। যুদ্ধে জয়লাভের পর আমি মিউনিকে ফিরে এলাম। আমি বোকার মত ভেবেছিলাম যে ফ্যাসিবাদ একেবারে মুছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ প্রতি পদে পদে অপমানিত হচ্ছি। হিটলারী যুগকে আমি মনে করেছিলাম সাময়িক রাহুর গ্রাস মাত্র এবং ইহুদী দলনকে আমি ফ্যাসিবাদের একচেটে ভেবেছিলাম। কিন্তু যদি তাই হবে তাহলে আজ দেওয়ালের গায়ে আবার সেই ধরনের নোংরা লেখা দেখছি কেন? আমার সহপাঠীদের মুখ থেকে কেন আমায় শুনতে হচ্ছে "ভাগো এখান থেকে, যাও প্যালেষ্টাইনে যাও? আমার বন্ধুকে অধ্যাপকের পদ চাইতে তাঁকে কেন বলা হোল, এখানে ইহুদিদের জায়গা হবে না।" এটা যে কতখানি অপমান জনক! বেশী কিছু তো আমি চাইনা। নিষ্কলংক ভাবে শুধু বাঁচবার অধিকার চাই। নাৎসীরা আমাদের বুকে একটা হলদে ফেট্টি, বাঁধতে বাধ্য করেছিল। আজ সেই ধরণের ব্যাপারই চলছে কিন্তু আরো কায়দা করে চলছে।

আমি জানতে চাই ইজ্রাইল রাষ্ট্র সম্পর্কে সোবিয়েতের মনোভাব কি রকম? তথাকথিত ইহুদী সমস্যার কি তাতে কোন সমাধান আছে? অপনার "The storm" বইখানি অস্‌ডইসিম ইহুদী হত্যার নৃশংস- ছবি আমি পেয়েছি। নাৎসীদের হাতে আমার সমস্ত আত্মীয় স্বজন মারা গিয়েছে। সে ব্যাপার যাতে ভবিষ্যতে ঘটতে না পারে তার জন্য কি করা যেতে পারে? কাল আমরাই এক সহপাঠীকে বলতে শুনলাম ইহুদী ব্যাটাদের ঝাড়ে বংশে খতম করা চাই।" জিওনিষ্ট আমি কোনদিনই নয় কিন্তু ইহুদীরাষ্ট্র গড়ার কথা আমি ভাবতে সুরু করেছি। যে দেশের প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস সেই দেশের লেখক আপনি। আপনার জবাবের প্রতিক্ষায় রইলাম।" আমার মতে পত্র লেখকের সমস্যা তাঁর একার বা শুধু ইহুদী জাতির নয়, এসমস্যা বুদ্ধিমান বিবেক সম্পন্ন মানুষ মাত্রেরই সমস্যা। তাই পত্রের জবাব আমি খবরের কাগজের মারফতে দিচ্ছি।

সোবিয়েত সরকার সকলের আগে ইজ্রাইল রাষ্ট্রকে মেনেনেন এবং আক্রমন কারীদের তীব্র নিন্দা করেন। বৃটীশ সেনাপতির নেতৃত্বে আক্রমনরত আরব-লীজিয়নের বিরুদ্ধে যখন ইজ্রাইল বাহিনী আত্মরক্ষার সংগ্রামে নামল সোবিয়েত জনগণের সমস্ত সহানুভূতির ভাগী হোল তারাই। সোবিয়েৎ জনগণের সহানুভূতি যে ভিয়েটনামের দেশ শ্রমিকদের প্রতিই হবে, ফরাসী শোষকরা যে তার কণাটুকুও পাবে না সে দরদ যে ইন্দোনেশিয়ার সৈনিকদের ওপর বইবে, ওলন্দাজদের সে দরদ যে ভিজিয়ে দেবে না এতো স্বাভাবিক। বিশ্বসভায় সোবিয়েৎ প্রতিনিধি বলেছেন যে চরম দুর্দ্দশাগ্রস্থ ইহুদীদের দুঃখ সোবিয়েত জনগণ বোঝে; শেষ পর্য্যন্ত আজ তারা নিজের বলে দাবী করার মত একটা দেশ পেয়েছে। এই শিশুরাষ্ট্রে যে সব সরল ন্যায়নিষ্ট জনগণ আছে তাদের যে আরো বহু অগ্নি পরিক্ষার সম্মুখীন হতে হবে সোবিয়েৎ জনগণের সে কথা অজানা নয়। ইঙ্গ আরব আক্রমণ ছাড়াও আরও এক দলের আক্রমণের ভয় তাদের আছে সে আক্রমণ আসবে ইঙ্গমার্কিন মূলধনের হাত থেকে। সাম্রাজ্যবাদীদের চোখে প্যালেষ্টাইন মানেই হোল তেল। একদিকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল এবং অন্যদিকে এংগ্লোইরানী এবং শেল কোম্পানীর কামড়াকামড়ি শিশুরাষ্ট্রকে আরো ক্ষতবিক্ষত করছে। শুধু রাজা আব্দুল্লার গলাকাটাদের দিক থেকেই ইজ্রাইলের ভয় নয়, প্যালেষ্টাইন পোটাশ কোম্পানী, কিকুর্ক হাইখন পাইপ লাইন সামরিক ঘাঁটি ইত্যাদি নানা ব্যাপার প্যালেষ্টাইনকে গিলে খাবার জন্য তাক করে রয়েছে। **ইজ্রাইল রাষ্ট্রের নেতৃত্ব তো শ্রমজীবি শ্রেণীর হাতে নেই।** ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী কিভাবে তাদের জীর্ণ রাষ্ট্র ও জরাগ্রস্ত ঐতিহ্যকে আগলে রাখার জন্য ডলারের পায়ে জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয় তাতো আমরা দেখেছি। গ্রীসের বা ইতালীর বুর্জোয়াদের চেয়ে ইজ্রাইলের বুর্জোয়াদের যে বেশী চক্ষুলজ্জা থাকবে এমন মনে করার কোন কারণ আছে? মনে তো হয় না। জনগণকে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু ইজ্রাইলে তারা সাহসের সঙ্গে লড়ছে বলে ক্ষমতাও যে তাদেরই হাতে আছে এমন কথা তো বলা যায় না। ইজ্রাইল রাষ্ট্রের গ্রামে ও নগরে বহু শ্রমজীবি রয়েছে। দেশ রক্ষার সমস্ত বোঝা বইছে তারাই। সম্প্রতি ইজ্রাইল কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির প্রধান সম্পাদক মিকুনিস বলেছেন :—"আমাদের দেশে সম্পত্তির ওপর মুনাফার ওপর কোন কর ধার্য্য করা হয়নি। শিল্পপতিরা যে ভাবে মুনাফা হাঁকাচ্ছে সেটা দেশের পক্ষে লজ্জার বিষয়।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ইজ্রাইল শ্রমিকদের যেমন একদিকে বাইরের শত্রুর সঙ্গে লড়তে হচ্ছে তেমনি ঘরের বুর্জোয়া শ্রেণীর মুনাফা লোভের বিরুদ্ধেও লড়তে হচ্ছে কারণ বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে সব দেশেই যুদ্ধ মানেই মুনাফা।

আমি আশা রাখি যে ইজ্রাইলের প্রগতিকামী মেহন্নতি নরনারী সমস্ত, অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঠিক পথেই চলবে। গোটা জগৎ জুড়ে যে সমাজতন্ত্রের জয় হবে তাতে সন্দেহ নেই; সুতরাং প্যালেষ্টাইনেও একদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু ইজ্রাইলের ভবিষ্যতে যদিও আমার আস্থা আছে তবু তথাকথিত "ইহুদী সমস্যা" সম্পর্কে আমার পত্রলেখক বন্ধুর সঙ্গে আমার মতের মিল হোল না।

আমি বরাবরই একথা ভেবেছি এবং আজও ভাবি যে সমাজের সাধারণ উন্নতিই সবজায়গায় "ইহুদী সমস্যা" সমাধানের একমাত্র পথ। উপকারবাদিক্ বা কূটনৈতিকরা ও সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না পারবে একমাত্র সমস্ত দেশের শ্রমিকরা। বৃটীশের ভাড়াটে সৈন্যদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ইজ্রাইল বাহিনীর লড়াইএর আমি তারিফ করি কিন্তু প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধে জয়লাভ করলেই "ইহুদী সমস্যার" সমাধান হয়ে যাবেনা; সমস্যার সমাধান নির্ভর করে পুঁজিবাদের ওপর সমাজতন্ত্রের জয়লাভে, শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা, ফ্যাসিবাদ ও বর্ণ বৈষম্যের ওপর জয়লাভে।

"অবস্কিউর‍্যাণ্টিষ্টরা" ইহুদীদের এক অদ্ভুতজীব হিসেবে বর্ণনা করে এসেছে। তারা বলেছে যে ইহুদীদের একাকী জীবনে পাড়াপড়শীর সুখদুঃখের কোন সম্পর্ক নেই। তারা বলেছে যে ইহুদীদের মাতৃভূমি নেই, তারা বেদে। এইসব মতামতই হিটলারের "মাইন কাম্পফে" স্থান পেয়েছে। এস্ এস্ বর্বরা এইসব মতকে আউড়ে বৃদ্ধ ইহুদীদের জীবন্ত কবর দিয়েছে, ইহুদী শিশুদের আছাড় মেরেছে, আগুনে নিক্ষেপ করেছে। হাঁ। ইহুদীদের একাকী জীবনই ছিল কিন্তু একা থাকতে তাদের বাধ্য করা হয়েছিল একঘরে করে; ক্যাথলিকরাই ঘেটো আবিষ্কার করেছিল। তখনকারদিনে লোকের ধারণা ছিল ধর্ম্মের কুয়াশা ঢাকা তাই ধর্ম্মান্ধ খ্যাপামী যেমন ক্যাথলিক প্রোটেষ্টাণ্ট, মুসলমানদের মধ্যে ছিল তেমনি ইহুদীদের মধ্যে ও ছিল। কিন্তু যেখানেই ঘেটোর দরজা খোলা হয়েছে, দেখা গিয়েছে যে ইহুদীরাও জাতীয় জীবনে যোগ দিতে কার্পণ্য করেনি। হাঁ অনেক ইহুদী আমেরিকায় চলে গিয়েছে তাও সত্য। কিন্তু তারা গিয়েছে দেশকে ভালবাসেনা বলে নয়, অপমান ও অত্যাচারে জ্বলে পুড়ে তাদের যেতে বাধ্য হতে হয়েছে। সে রকম উদাহরণ তো ইতালীয়দের মধ্যে আইরিসদের মধ্যে, শ্লাভদের মধ্যে, রুশদের মধ্যে জার্মানদের মধ্যেও রয়েছে। ইহুদী শ্রমিকেররা অন্য দেশের শ্রমিকদের মতই জন্মভূমিকে ভালবাসে। ইহুদীরা নানা দেশে বাস করে। অনেক দেশে তারা বহু পুরুষ ধরে বাস করছে। টিউনিস, জর্জিয়া, ইতালীতে যে সমস্ত ইহুদী বসতি আছে সেগুলো বহু পুরাতন। কিন্তু টিউনিসীয় ইহুদী আর মার্কিন

(৬ ষ্ঠপৃষ্ঠায় দেখুন)

কংগ্রেসী সরকারের শ্রম ও শিল্প-নীতির লক্ষ্য—

সরকার পক্ষ থেকে আরম্ভ করে বড় বড় পুঁজিপতি এমন কি অপেক্ষাকৃত মোটা মাইনের চাকুরের মুখ থেকে এই কথাটি প্রায়ই শোনা যায় যে দেশের এই দুর্দ্দিনে, জিনিষ পত্রের দাম যখন বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে তখন তাতে লাভ করেছে কেবলমাত্র শ্রমিক আর চাষীরা যা কিছু, অন্য সবাই ক্ষতিগ্রস্থই হয়েছে। বড়লোকদের নাকি কর দাতেই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে লাভ বিশেষ কিছু থাকছেনা। তাই শ্রীএল-এন-বিড়লা বলেন—"দর বাড়ার ফলে যা কিছু লাভ হয়েছে গ্রামের লোকের (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ৪ঠা আগষ্ট ৪৮); কলিকাতার ষ্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি শ্রীযুত চতুর্বেদীর মতে—"গত কয়েক বছর ধরে শ্রমিকের বেতন ধাপে ধাপে বেড়েই চলেছে আর লগ্নিকারদের আয় ক্রমশঃই কমছে" (ঐ, ২৯শে জুলাই ৪৮)। ভারত সরকারের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার প্যাটেল ও এই মতের প্রতিধ্বনি করে বলেন "ধনিকেরা করভারে মৃতপ্রায়।" কথাটা যে সত্য নয় এটা সরকার, মালিক, শ্রমিক সকলেই জানে ভালভাবে তবুও যেহেতু ভারতবর্ষের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির প্রায় সব কটাই পুঁজিপতিদের কুক্ষীগত ও তাদের দ্বারা পুরিচালিত সেইহেতু ধনিকশ্রেণীর প্রচারের জয়ডাক হিসেবেই তারা কাজ করে চলেছে। আর যেহেতু ভারতীয় রাষ্ট্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সেইহেতু ভারতীয় সরকারের প্রচার যন্ত্র পুঁজিপতিদের হয়েই প্রচার করে চলেছে। এই শক্তিশালী প্রচারের মুখে জনসাধারণকে ভুল বুঝিয়ে রাখা হচ্ছে। প্রত্যেক পুঁজিবাদী ফ্যাসীবাদী দেশগুলিতেই তা চলে—মিথ্যাকে প্রচারের জোরে সত্য বলিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়; নাৎসী জার্মানী তার ভাল প্রমান। ভারতবর্ষও সেই পথ ধরেছে। পাছে জনসাধারণ আসল ব্যাপারটা জানতে পারলে শ্রমিক কৃষকদের ওপর জুলুম চালাবার অন্তরায় ঘটে তাই সকলকে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত উপশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী অংশকে ভুল বুঝিয়ে নিজের শ্রেণী স্বার্থের ধারকের কাজ তাদের দিয়ে করিয়ে নেয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। কিন্তু এই কথা অবিসংবাদিত ভাবে সত্য যে আজকের দিনে, পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণু যুগ, সাম্রাজ্যবাদের যুগে, মধ্যবিত্তকে বাঁচতে হলে শ্রমিকের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে, যে সর্বগ্রাসী ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সমাজের প্রত্যেককে শোষণের জাতা কলে পিষে মারছে তার বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে যে সংগ্রাম পরিচালিত হবে তাতে সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, শ্রমিক শ্রেণীর দর্শনকে বাঁচবার পথ বলে গ্রহণ করতে হবে। সমস্ত রকম দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, দোদুল্যমানতা কাটিয়ে শক্ত শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীর পুঁজিবাদ বিরোধী ঐক্য ফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে।/ সর্দ্দারজীর চেয়ে পণ্ডিতজী প্রগতিবাদী, দেশ শাসন ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করে পুঁজিবাদীদের শোষণ রুখতে হবে, এতদিন যে নেতারা এত অত্যাচার সহ্য করেছেন তাঁরা কি জনসাধারণকে ভুল বোঝাতে পারেন, তাঁরা ত বলেছেন ভাল করবেন তাঁদের কিছু সময় দেও না কেন—এই ধরনের চিন্তা শোষণকে দূর করার বদলে শোষণের ফাঁস ভাল করেই গলায় পরিয়ে দেবে। বোঝা দরকার ভারতীয় রাষ্ট্র, তা শিশুই হোক আর বুড়োই হোক আসলে তা হচ্ছে পুঁজিবাদী, শোষণ যার মূলমন্ত্র। পুঁজিবাদকে কায়েম রেখে শোষণকে দূর করা যায় না তাই সরকারী গদিতে কে চড়ল তার বিশেষ মূল্য নেই। সুতরাং ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রেখে পণ্ডিতজী, জয়প্রকাশ বা আর কাউকে মন্ত্রীত্ব দিলেও শোষণ যেতে পারে না; পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে বিপ্লবের মাধ্যমে ভেঙ্গে নোতুন জনরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তবেই বাঁচার মত বাঁচা যাবে তার আগে নয়। আর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সমস্ত কিছু আইন কানুন, চাল চলন পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যই যে চালিত যেমন এ কথা স্পষ্ট তেমনি জনরাষ্ট্র জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করতে বাধ্য। সুতরাং কোন রাষ্ট্রকে যদি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে মনে রাখা দরকার যে তার দ্বারা শোষিত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে না এবং বিপরীতক্রমে যদি দেখা যায় কোন রাষ্ট্রের আইন কানুন ধনিক শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করছে তাহলে বুঝতে হবে তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করে দেখা যাক ভারতীয় রাষ্ট্রের শিল্প ও শ্রমনীতি।

উৎপাদন না বাড়ার কারণ পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা

দিনের পর দিন জিনিষ পত্রের দাম হুহু করে বেড়ে চলেছে; তাকে রোখবার কোন উপায়ই তাকে রুখতে পারছেনা। অর্থনৈতিক সঙ্কট, মুদ্রাস্ফীতি সাধারণ জনজীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এ থেকে উদ্ধার পাবার উপায় নেতারা বাতলেছেন—উৎপাদন বাড়াও Produce or perish। শ্রমিকরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে উৎপাদন বাড়াতে তবুও উপযুক্তভাবে উৎপাদন বাড়ে না কেন? শ্রমিকরা যে যথাসাধ্য পরিশ্রম করে চলেছে সে কথা ভারত সরকারের শ্রম বিভাগ পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। গত ১৯শে নভেম্বর লক্ষ্ণৌয়ে কেন্দ্রীয় শ্রম উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম অধিবেশনে ভারত-সরকারের শ্রমমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে,—"দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শিল্পে শান্তি রক্ষার জন্য শ্রমিকরা যথা সাধ্য চেষ্টা ও স্বার্থত্যাগ করছে। এ জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাই।" আসল কারণ না দেখিয়ে শ্রমিকরা যখন নিরুপায় হয়ে ধর্ম্মঘট করতে বাধ্য হয় তখন জনসাধারণকে দেখিয়ে দেওয়া হয় ধর্ম্মঘট গুলিকে তাদের দুঃখ দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ হিসেবে। এইভাবে সরকার আর মালিক পক্ষ জনসাধারণের যে সহানুভূতি শ্রমিকদের ওপর আছে তাকে নষ্ট করে দিতে চেষ্টা করছে যাতে শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীর মিলিত পুঁজিবাদ বিরোধী ঐক্যফ্রন্ট গড়ে উঠতে না পারে। ধর্ম্মঘট যে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশার কারণ নয় কিংবা উৎপাদন হ্রাসের প্রধান কারণনয় তা বোঝা যাবে নীচের তালিকা বিচার করলে।

বছর	কত শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়েছিল	কত দিন নষ্ট হয়েছে
১৯৪২	৭,৭২,৬৫৩	৫৭,৭৯,৯৬৫
১৯৪৩	৫,২৫,৮৮	২৩,৪২,২৮৭
১৯৪৪	৬,৫০,৩১৫	৩৪,৪৭,৩০৬
১৯৪৫	৭,৪৭,৫৩০	৪০,৫৪,৪৯৯
১৯৪৬	১৯,৬১,৯৮৪	১২৭,১৭,৭৬২
১৯৪৭	২২,১৫,৩১৭	১৫৯,৮৩,৪৬৪

উৎপাদিত দ্রব্যের হিসাব :—

	১৯৪৩	১৯৪৪
তুলাজাত দ্রব্য :	৪৭৭১০	৪৭২৭০ (লক্ষ গজ)
ইস্পাত :—	২৩৪৪	২১৮৯ (হাজার টন)
সিমেণ্ট :—	২১১২	২০২৪ ,,

হিসাবে দেখা যায় ১৯৪৩-৪৪ সালে ধর্ম্মঘটের সংখ্যা সব চেয়ে কম হলেও উৎপাদন হ্রাস ঐ সময় থেকেই আরম্ভ হয়। আর শেষের দিকে আরও চমৎকার। ১৯৪৬ সালে শ্রমিক পিছু দিন নষ্ট৫.৫। একজন শ্রমিক বছরে ৩০০ দিন কাজ করে এই হিসাব ধরলে ১৯৪৬ সালে প্রত্যেক শ্রমিক ধর্ম্মঘটের জন্য মোট শ্রমক্ষমতার প্রায় ৫৫ভাগের একভাগ নষ্ট করেছে। সুতরাং উৎপাদন যদি হ্রাস পায় ধর্ম্মঘটের জন্যই তাহলে $\frac{1}{55}$ ভাগ কমা উচিত কিন্তু সরকারী হিসাবেই বলা হয়েছে ১৯৪৫ সালের তুলনায় ১৯৪৬ সালে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ৫ ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ তার ১১ গুণ বেশী। সুতরাং উৎপাদন হ্রাসের জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে দোষী করা যায় না। এর জন্য প্রধানত দায়ী পুঁজিপতিদের মুনাফা বজায় রাখার নীতি। যুদ্ধের মধ্যে মালিক শ্রেণী যে বিরাট উৎপাদন করত সৈন্য বিভাগকে সরবরাহ করার জন্য যুদ্ধ শেষ হবার পর সেই হারে উৎপাদন রেখে গেলে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম কমে গিয়ে মুনাফা কমে যাবে এই ভয়ে মুনাফার হার বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই পুঁজিপতিরা উৎপাদন সঙ্কুচিত করে দিল। সুতরাং এই দুর্বিপাক থেকে উদ্ধার পেতে হলে পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাত থেকে উৎপাদনের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রের তা পরিচালিত করা উচিত সমাজের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে। এর জন্য প্রধান প্রধান শিল্প গুলির জাতীয়করণ করা একান্ত দরকার। অথচ ভারত সরকার অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে জাতীয়করণ ত স্থগিত রাখলই উপরন্তু শিল্পে শান্তি রক্ষার অজুহাত তুলে শ্রমিক শ্রেণীর প্রাথমিক আইনসঙ্গত ধর্ম্মঘটের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হল।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে উৎপাদন বাড়লেও জনতার দুর্দ্দশা ঘোচে না

উৎপাদন যথেষ্ট বাড়লেও কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে জনসাধারণের তাতে দুর্দ্দশা কমে না কারণ সেখানে উৎপাদনের লক্ষ্য মুনাফা। সাধারণে খেতে পেল কি পেল না, কাপড়ের অভাবে নগ্ন অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছে কিনা

নেতাদের স্বাধীনতার দৌলতে শ্রমিকের

মালিকের মুনাফা বৃদ্ধি এবং শ্রমিকের মজুরী হ্রাস

এ সব ভাববার ইচ্ছে থাকেনা তার বরং দেশের লোককে খেতে না দিয়ে পরতে না দিয়ে, জিনিষপত্র রপ্তানি করলে যদি লাভ হয় বেশীত দেশের মধ্যে প্রয়োজন থাকতে ও তা না মিটিয়ে বিদেশে তাকে রপ্তানী করা হয়। ভারতীয় রাষ্ট্রও সেই পুঁজিবাদী পথ ধরতে ভুল করেনি। বস্ত্র শিল্পের কথাই ধরা যাক। ভারতের কলগুলিতে বর্ত্তমানে যে হারে কাপড়ের উৎপাদন হচ্ছে তাতে এবার শেষ পর্য্যন্ত ৪৫০ কোটী গজ কাপড় পাওয়া যাবে এবং কলে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে ও ৩৯ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা উদ্বৃত্ত হবে। এই উদ্বৃত্ত সুতা থেকে গেঞ্জি প্রভৃতির জন্য অংশ বাদ দিয়েও তাঁতের কাপড় পাওয়া যাবে ১২৫ কোটী গজের মত ২৭ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা থেকে। সুতরাং এবার কলের ও তাঁতের উৎপাদন মিলিয়ে দেশে কাপড়ের যোগান হবে ৫৭৫ কোটী গজ। এর মধ্যে ৪৫ কোটী গজ পাকিস্তানে, ৪০ কোটী গজ অন্যান্য দেশে রপ্তানীর ব্যবস্থা করা হয়েছে অথচ দেশে যথেষ্ট চাহিদা ও অভাব আছে বস্ত্রের। একচেটে পুঁজিবাদ বিদেশের বাজারের খোঁজ করে বেশী লাভের লোভে, ভারত সরকার ভারতীয় পুঁজিপতিদের সেই অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ দিয়েছে দেশের জনসাধারণকে উলঙ্গ রেখে। আরও ১০ কোটীর মত বাঁদ দিয়ে ৪৮০ কোটী গজ ভারতবাসীর জন্য বরাদ্দ হয়েছে। এই দশ কোটীও যে রপ্তানী হবে তা অবধারিত। এখন যদি ভারতীয় ইউনিয়নের লোক সংখ্যা ৩০ কোটীর মত ধরা হয় তা হলে এখানে জনপ্রতি ১৬ গজ কাপড় পেতে পারে। সরকারী তত্ত্বাবধানে বস্ত্র-শিল্প সম্পর্কে যে Fact Finding Committee বসেছিল তাদের হিসাবে দেখা যায় ১৯৩৬-৩৭ সালে ১৩·৬ গজ, ১৯৩৭-৩৮ সালে ১৩·৬ গজ, ১৯৩৮-৩৯ সালে ১৫·৪ গজ কাপড় গড়ে জনপ্রতি ব্যবহৃত হয়েছিল। সুতরাং তারচেয়ে যখন বেশী পরিমান কাপড় এ বছর জনপ্রতি বরাদ্দ হয়েছে তখন জনসাধারণের কাপড়ের অভাবে আগের চেয়ে কষ্ট পাওয়া অনুচিত। অথচ একথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য যে, যুদ্ধের আগে কাপড়ের যে অভাব ও কষ্ট আমাদের ছিল তার চেয়ে বর্ত্তমানে কষ্ট হাজার গুণ বেড়ে গিয়েছে। এর কারণ চোরা কারবার আর ফাটকাবাজী আর সরকারের সেই চোরা কারবারে ধনিকশ্রেণীকে পরোক্ষ সাহায্য। সরকারের এই পরোক্ষ সাহায্যের জন্যই ৬ মাসে বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা ১০০ কোটী টাকার বেশী মুনাফা লুঠতে পেরেছে। শুধু যে বস্ত্র-শিল্পেই এই উৎপাদন বেড়েছে তা নয়, অন্যান্য শিল্পেও এই অবস্থা। ভারতে এ বছর কয়লা উত্তোলনের পরিমান ৩ কোটী টনের মত—এত বেশী কয়লা ভারতবর্ষে কখনও উত্তোলিত হয় নি; তবুও কয়লার অভাবে দোকানের সামনে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে ১০ সেরের বেশী জোটে না। গত বছরের তুলনায় চিনি এবার ২ লক্ষ টন বেশী উৎপাদিত হয়েছে তবুও আজও চিনির সের ১৲ ; টাকা. কয়েকদিন হল কোথাও কোথাও এক আনা দয়া করে সের প্রতি কমান হয়েছে। ভারতীয় মিল মালিকের এই যথেচ্ছা লুণ্ঠনকে বাধা দেবার কোন চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত ভারত সরকার করে নি বরং জাভা ও মরিসাস থেকে চিনি এদেশে আমদানী করতে দিলে ভারতীয় চিনির দাম কমিয়ে দিতে হয় বিদেশী চিনির সঙ্গে প্রতিযোগীতায় এবং তাতে পুঁজিপতিদের লাভের অঙ্ক কমে যায় এই ভয়ে বিদেশী চিনি আমদানী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চা, পাট, ইস্পাত, সিমেণ্ট প্রভৃতি শিল্পে উৎপাদন বহুগুণ বেড়েছে কিন্তু জনসাধারণ তার কোন লক্ষণই দেখতে পায় না। শুধু তাই নয় জাপান থেকে সিমেণ্ট ও সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে গম আমদানী যদি ভারত সরকার সরাসরি করে তাহলে ক্ষতি ত কিছুই হয় না বরং জনসাধারণের যথেষ্ট সুবিধা হয় ---পুঁজিপতিদের ফাটকাবাজী ও দালালী দিতে হয় না। অথচ তা না করে ভারত সরকার কেবলমাত্র পুঁজিপতিদের ভারতবাসীকে অবাধে লুঠবার সুযোগ দেবার জন্য ঐ জিনিষগুলি আমদানী করার অধিকার তাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে।

পুঁজিপতিদের লাভের হার দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে

শিল্পিকারদের নাকি ব্যবসাবাণিজ্যে লাভ কিছুই নেই, করভারে তারা নাকি মৃতপ্রায় অথচ চোরাকারবারে যে কোটী কোটী টাকা মুনাফা হয় তার কথা ছেড়ে দিলেও আইনসঙ্গত যে মুনাফার হিসাব পাওয়া যায় তাতে অবাক হতে হয়। বস্ত্র শিল্পের মোট আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমান প্রায় ৫০কোটী টাকা আর এক ১৯৪০—৪৫ এই পাঁচ বছরের নীট লাভ ৩৩১ কোটী টাকা। চা বাগানের মোট আদায়ীকৃত মূলধন ৪কোটী ৯৯লক্ষ আর ঐ পাঁচ বছরের নীট লাভ ৭কোটী ২৪লক্ষ। ১৯৩৫—৩৯ সালের চটকলগুলির বার্ষিক মুনাফার গড় ছিল ১ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা আর ১৯৪০—৪৫ সালে তা ৫ কোটীর বেশী। সিমেণ্ট ব্যবসায় ১৯৩৯ সালে মুনাফা মান (Profit index) ১০০ হলে

১৯৪০ সালে—১০৪
১৯৪১ " ৩২৬
১৯৪২ " ৩৯৪
১৯৪৩ " ৪০১
১৯৪৪ " ৪২৭

এবং বর্ত্তমানের ঠিক হিসাব না থাকলেও ৫০০ র কাছাকাছি। ইস্পাত শিল্পের কথা না বলাই ভাল। সমগ্র ভাবে সারা ভারতবর্ষের মুনাফা মানের দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায় পুঁজিপতিরা কি প্রচণ্ড লাভ করেছে এবং করছেও। ১৯২৮ সালে শিল্প মুনাফা-মান (Industrial profit index) ১০০ হলে

১৯৩৯ সালে—১৫৪·৬
১৯৪০ ,, ১২০·১
১৯৪১ ,, —৪৮৮·১
১৯৪২ ,, —৭৬০·৭

বর্ত্তমানে ১০০০ মত হবে। অর্থাৎ লাভের হার ১০ গুণ বেড়ে গিয়েছে তবু নাকি পুঁজিপতিদের কিছুই হচ্ছে না।

শ্রমিকের বেলায় মজুরী হ্রাস

ধনিক শ্রেণীর এই প্রচণ্ড লোভকে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না করে শ্রমিকের আয় কমাবার চেষ্টা প্রচণ্ড ভাবে করছে কংগ্রেসী সরকার। পশ্চিম বাংলা সরকারের ব্যবহার আলোচনা করলেই এর সত্যতা পরিষ্কার হয়ে যাবে। পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদে এক বিতর্কের উত্তরে বলেন—"শ্রমমন্ত্রী হিসেবে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা হতে আমি বলতে পারি যে, সকল ক্ষেত্রেই ট্রাইব্যুনালের রায় শ্রমিকদের সপক্ষে গিয়েছে।" কথাটা কি সত্যি ? দেখা যাক ঘটনায় কি প্রমান হয়।

নেতাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের আগে শ্রমিক শ্রেণী নিজেদের সংঘশক্তির জোরে মালিকদের কাছ থেকে যা আদায় করতে পেরেছিল নেতারা গদি দখলের পর তাকে কমিয়েই দিয়েছেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের আগে :—

ট্রাম শ্রমিক—৭০৲ টাকা
ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই শ্রমিক—৬৬৲ টাকা
ভার্ত্তিয়া ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল শ্রমিক—৬৫৲ টাকা

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর :—

ট্রাম শ্রমিক—৬৭৷৷০ টাকা
চটকল শ্রমিক—৫৮৷৷০ টাকা
ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক—৫৫৲ টাকা
করপোরেশন শ্রমিক—৫০৲ টাকা
সুতাকল শ্রমিক—৪৬৷৷/১পাই

সুতরাং ট্রাম, ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই ও ভার্ত্তিয়া ষ্টীল শ্রমিক আগে যা পেত নেতাদের স্বাধীনতার দৌলতে তার চেয়ে কম পেল। এখন বলা যেতে পারে প্রথম বারে অন্যায় ভাবে বেশী দেওয়া হয়েছিল। বর্ত্তমানের শ্রমমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জ্জী এই রকম কথাই বলেছেন। অথচ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। পে কমিশনের রায়ে নিম্নতম মজুরী ধরা হয়েছে ৭০ টাকা। দেশের জীবন ধারণের ব্যয় চিন্তা করেই ঐ মজুরী ধার্য্য হয়েছিল সন্দেহ নেই। পে কমিশনের সময় জীবন ধারণের ব্যয়ের সূচক ছিল ২৬০। তখন যদি ৭০৲ টাকা নিম্নতম মজুরী স্থিরীকৃত হয় তাহলে এখন যখন ঐ সূচক হল ৩৫০ তখন কেমন করে মজুরী কমতে পারে ? আর পে কমিশন যে নেতাদের স্বাধীন ভারতকে অসুবিধেয় ফেলার জন্য এ রকম করেছিল তাও নয় বরং কমই দিয়েছিল। এর প্রমান মিলবে যুক্ত প্রদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ঐ প্রদেশের শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য কমিটির রায়ে। কমিটির মতে ১৯৩৯ সালে সাধারণ অপটু শ্রেণীর (Unskilled) প্রতি শ্রমিকের সঙ্গত নিম্নতম মজুরী হওয়া উচিত ৩০৲ টাকা। সুতরাং পে কমিশনের সময় তা ৭৮৲ টাকা হওয়া উচিত কারণ ১৯৩৯ সালে জীবন ধারণের ব্যয় সূচক ১০০ হলে পে কমিশনের সময় তা ২৬০। তাহলে পরিষ্কার দেখা গেল কংগ্রেসী আমলে শ্রমিকের আয় জীবনধারণের খরচের তুলনায় আপেক্ষিক ভাবে বাড়ে নি বরং কমেছে।

কোন কোন বিচারক বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাইব্যুনালের

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভাগ্যে ছাঁটাই মজুরী হ্রাস ও জুলুম

সংকীর্ণজাতি ও বর্ণবৈষম্য বর্ব্বর যুগের বৈশিষ্ট্য—ইহুদী মেহনতকারী জনতার মুক্তি তাতে আসবে না

(৩ পৃষ্ঠার পর)

ইহুদীর মধ্যে অনেক তফাৎ। তাদের ভাষা, চিন্তাধারা সবকিছুই আলাদা রকম। তাদের মধ্যে যদি কোন বাঁধন থাকে (পেবদীকিউর‍্যাপিটইদের মত) সে বাঁধন গড়ে উঠেছে ইহুদী বিরোধীদের কৃপায়। কাজ যদি কেউ এসে বলে যে সব কটা-চুলো দোনাক-ওয়ালাদের মেরে শেষ করা দরকার, সব কটা চুলো খাঁদা-নাক ওয়ালারা যে এক জোট হবে এটা স্বাভাবিক। বিশিষ্ট পোলিশ কবি তুইম্ লিখেছেন :—"আমারা পোলিশ ইহুদী। আমার বাবার বাড়ীতে আমি প্রথম পোলিশ ভাষায় শুনি যে আমি পোলিশ। সুতরাং আমি পোলিশ। ছোট বেলা থেকে পোল ভাষাই আমি শিখেছি মায়ের কাছ থেকে। সুতরাং আমি পোলিশ। কাব্যের প্রথম ঝংকার যে দিন আমার প্রাণে সাড়া জাগাল দেখলাম যে কাব্য ও পোল ভাষায় লেখা পোলিশ ভাষাতেই আমার প্রথম প্রেম নিবেদন। সুতরাং আমি পোলিশ। পাম ও সাইপ্রেস গাছের চেয়ে আমি বার্চ আর উইলোই বেশী পছন্দ করি, শেক্সপীয়র বিথোভেনের চেয়ে মিকি-উইজ এবং চোপিনের ওপর আমার টান বেশী। সুতরাং আমি পোলিশ। প্রবাস থেকে পোলাণ্ডে ফেরবার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে পোলাণ্ডেই আমি মানুষ। পোলাণ্ডের বুকেই আমি শেষ নিদ্রায় মগ্ন হতে চাই। সুতরাং আমি পোলিশ। রক্ত দুই রকমের। (১) যে রক্ত শিরার মধ্যে প্রবাহিত হয় আর (২) যে রক্ত শিরা থেকে বাইরে প্রবাহিত হয়। প্রথমটির যে বিদ্যা তা হোল শরীর বিদ্যার অন্তর্গত। শরীর বিদ্যা সম্পর্কিত গুণ ছাড়া অন্য কল্পিত দোষ কোন গুণকে যদি রক্তের ওপর চাপানোর চেষ্টা করা হয়, তাহ'লে যারা সে কাজ করে নগরের পর নগর-ধূলিস্যাৎ করা, জাতির পর জাতিকে নিশ্চিহ্ন করা এবং শেষ পর্যন্ত নিজের জাতির সর্বনাশ করা, এই হোল তাদের পেশা। দ্বিতীয় রকমের রক্তটিকে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ ক্ষয় করে চলেছে, যে রক্তের সাগর বইয়ে দিচ্ছে, তার নিজের "রক্তের শ্রেষ্ঠতা" প্রমাণ করার জন্য। লক্ষ লক্ষ যুদ্ধে ও অত্যাচারে নিহত মানুষের এই রক্ত। এ রক্ত হোল "blood of Jews, "Jewish blood" নয়।"

হ্যাঁ ইহুদীদের মধ্যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী আছে বৈকি। সেই জিওনিষ্টরা প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের বসতি গড়েন। বর্ণ বৈষম্যের অত্যাচারে ইহুদীরা ভিটে মাটি ছেড়ে ভাগ্য সন্ধানে সুদূর প্যালেষ্টাইনে যেতে বাধ্য হয়েছিল। "এক্সোডাস" জাহাজে পশ্চিম জার্মানী থেকে ইহুদী শরণার্থীদের প্রাণ নিয়ে প্যালেষ্টাইনে যাওয়ার সেই ঐতিহাসিক ঘটনা আজও আমরা ভুলিনি। এই ভাবে তারা অসউইচিম এবং মাজদানেকের কবল থেকে এবং পরবর্তী বৃটিশ সৈন্যদের গুলি থেকে বেঁচেছিল। আজকের ইজ্রাইল রাষ্ট্র হচ্ছে অনেকটা ফ্যাসিবাদ নিপীড়িত ইহুদী শরণার্থীদের দেশ।

মিঃ আলেকজাণ্ডার ইজ্রাইলে গেলে মুক্তি পাবেন মনে করেছিলেন কারণ ব্যাভেরিয়ায় আজও কর্তৃত্ব করছে তারাই যারা একদিন তাঁকে মাতৃভূমি-চ্যুত করেছিল, যারা আজ নিউজার্সি এবং আলাবামার বর্ণবৈষম্যপন্থীদের কাছে আশ্রয় পাচ্ছে; ব্যাভেরিয়ার ইহুদীর কাছে হিটলারবাদ শুধু স্মৃতি নয়, আজও হিটলারবাদকে পালন করা হচ্ছে এটা সে দেখতে পাচ্ছে। ইজ্রাইলে গিয়ে পৌঁছাতে পারলে মিঃ আলেকজাণ্ডারের নিজের সমস্যার হয়ত সমাধান হয়ে যাবে কিন্তু তাতে সব দেশের ইহুদীদের সমস্যা মিটবেনা। ফরাসী শাসন পরিষদের কম্যুনিষ্ট সদস্য এলিমিনা ম্যুয়ো জিওনিষ্ট পত্রিকা GaZette of Jrial এর জবাবে লিখেছেন :—"ইজ্রাইল রাষ্ট্র পৃথিবীর সব দেশের ইহুদীদের আকর্ষণ করবে এটা প্রতিক্রিয়াশীল জিওনিষ্টদের কথা। ফরাসী ইহুদীরা ফরাসী জাতীর নাগরিক। সব ফরাসীদের মত তাদের মত এই যে ফ্যাসিবাদের পূর্ণ উচ্ছেদ, অবিচার ও শোষণের বিলোপের মধ্যেই তাদের ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সব চেয়ে বেশী ইহুদী বাস করে। আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম নিজের চোখে দেখে এসেছি কি ভাবে সেখানে ইহুদী নিগ্রো, চীনা এবং ইতালীয়দের অপমান করা হয়। সেখানে বর্ণবৈষম্য যে ভাবে বেড়ে চলেছে তাতে ইহুদীদের সামনে সমূহ বিপদ। কিন্তু সেই বিপদের সমাধান ইজ্রাইল রাষ্ট্রে নেই। প্রগতিপন্থী আমেরিকার বর্ণবৈষম্যবাদী আমেরিকার উপর জয়লাভের উপরই ঐ বিপদের সমাধান নির্ভর করছে। জিওনিষ্টরা বলেন যে ইহুদীরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিল বলেই নাকি তাদের এত দুর্দশা হয়েছিল। খোদ ১৯৪১ সালের কথা ধরা যাক। হিটলারীরা যখন যখন হানা দেয় প্যালেষ্টাইন তখন বেশী দূরে ছিল না। তখন যদি স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র থাকত তাহলেও রোমেলের আগ্রাসিক প্রতিরোধ করা তাদের সম্ভব হোত না। একমাত্র স্টালিনগ্রাদের জন্যই প্যালেষ্টাইন বেঁচে গিয়েছিল। সেই মারাত্মক সংগ্রামে সোবিয়েৎ জনগণ সমস্ত শক্তির শত্রু জার্মান ফ্যাসিবাদকে নিধন করেছিল। তারই ফলে ইউরোপের লক্ষ লক্ষ লোক এবং ইহুদীরা রক্ষা পেয়েছিল। রোক্লাতে বিশ্ব প্রাজ্ঞ সম্মেলনে একটি ইহুদী বালিকা সোবিয়েৎ প্রতিনিধিকে সম্বর্দ্ধনা করতে গিয়ে বলে :—"সোবিয়েৎ বাসীকে জানাবেন যে আমরা ইহুদী ছেলেমেয়েরা শহীদ সোবিয়েৎ সৈনিকদের সমাধিতে মালা দিচ্ছি। আমরা জানি কাদের জন্য আমরা রক্ষা পেয়েছি।"

"ইহুদী সমস্যার" একমাত্র সমাধান হচ্ছে প্রগতিশীল মানব সমাজের অগ্রগামী শক্তির শান্তিরেও যদি ধরে নিই যে বিশ্বে প্রতিক্রিয়ার জয় হোল। সে দেশে ইজ্রাইল রাষ্ট্রে 'অসউইচিম' বা মাজদানেকের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

মহাযুদ্ধের আগে পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান ঘটছিল। নাৎসীরা এসে ইহুদী দলনে আরও ইন্ধন যোগায়। তারপর সোবিয়েৎ বাহিনীর সাহায্যে ঐ সব দেশের জনগণ যখন ফ্যাসিবাদীদের হটিয়ে দিল তথাকথিত উদার পন্থীরা দেশ ছেড়ে পালাল। শ্রমজীবি জনগণ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল। ঐ সব দেশের ইহুদীরা আজ যে কত উৎসাহ নিয়ে দেশ গঠনের কাজে লেগেছে তা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। পোল্যাণ্ডে আজ এমন একটি সহরও নেই যেখানে কোন না কোন রাস্তার নাম "ঘেটোর" শহীদদের নামে হয়নি। কিছুদিন আগে জনকতক অবশিষ্ট ফ্যাসিষ্ট পোল্যাণ্ডে আর একবার 'পোগ্রোম' করার চেষ্টা করেছিল, পোলিশ সরকার তাদের উচিত শাস্তি দিয়েছেন। বুলগেরিয়াতেও ঐ রকম ব্যাপার ঘটে এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তি হয়।

রাজতন্ত্রী রুশিয়ার জনগণের ক্রোধকে নিজেদের ওপর থেকে সরিয়ে দেবার জন্য শাসকেরা দেশের দারিদ্রের জন্য ইহুদীদের দায়ী করত। "Black hundred" রা রক্তাক্ত ইহুদী দলন চালিয়েছিল। কিন্তু রুশ জাতি এই ব্যাপারে কোন দিন যোগ দেয়নি। ইহুদী বিরোধিতা সম্পর্কে এক প্রবন্ধে গর্কী লিখেছেন যে ইহুদী বিরোধিতা রোগের বীজ জনগণের মধ্যে সংক্রামিত হয়নি। টলষ্টয়ের "I can not keep silent" সাল্টিকফ শেচেদ্রিনের স্বাক্ষচিত্র ইত্যাদি পড়লেই বোঝা যাবে যে রুশ প্রাজ্ঞ সমাজ বরাবর এই বর্বরতার বিরোধী ছিলেন। রুশ ডুমাতে ইহুদীদের সমান অধিকার দেওয়ার প্রথম প্রস্তাব আনেন শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি। রাজতন্ত্রী সরকার হাজার চেষ্টা করেও ইহুদীদের জাতীয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম থেকে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। প্রগতিশীল ইহুদী লেখকেরা দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, দেশের সংস্কৃতির উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন ইহুদী বিরোধিতাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে প্রবন্ধ লিখেছেন বক্তৃতা দিয়েছেন। অক্টোবর বিপ্লবের ফলে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে ইহুদীদের নিয়ে সমস্ত অধিবাসী পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছে। কারুর ভাষা রুশ, কারুর ইউক্রেনীয় কারুর বা ইহুদী ভাষা কিন্তু শোষণ হীন সোবিয়েৎ ইউনিয়ন তাদের সকলেরই মাতৃভূমি এবং যে জন্য তারা গর্ব অনুভব করে। ১৯৩১ সালে হিটলারের ক্ষমতা দখলের ঠিক আগে স্টালিন আগামী ভয়াবহ দিন গুলির সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে বলেন : "সংকীর্ণ জাতি ও বর্ণ বৈষম্য নরমাংস ক্ষুধিত যুগেরই বৈশিষ্ট্য। চরম ইহুদী বিরোধিতা সেই বর্বর যুগেরই সব চেয়ে মারাত্মক অবশিষ্ট।" যে দিন সেই নরমাংসক্ষুধিতরা ইউরোপ জয়ে বেরুল সমস্ত জাতির সঙ্গে এক

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

কৃষক দমনের নয়া কৌশল

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

চাষীর মধ্যে ভূমি বণ্টন এবং তাহাদের মানুষের মত বাঁচার দাবী স্বীকৃত হইবে না। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ এবং জনরাষ্ট্র কায়েম করিতে না পারিলে নিষ্কৃতি নাই। অথচ যে দায়িত্ব প্রধানতঃ শ্রমিক শ্রেণীর। সুতরাং মেহনৎকারী কৃষককে আপন আপন সংগ্রামী সংগঠনের মধ্য দিয়া শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের পশ্চাতে দাঁড়াইতে হইবে। এই কথা আজ কৃষক শ্রেণীকে ভাল ভাবে বুঝিতে হইবে।

ওয়ার্কস্ কমিটি সরকারের বিরাট ভাওতা
আগড়পাড়া চটকল ও আলমবাজার চটকল ওয়ার্কস্ কমিটী হইতে শ্রমিক প্রতিনিধিদের পদত্যাগ।

আগরপাড়া চটকল মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক বিশিষ্ট চটকল শ্রমিক নেতা কমরেড দুর্গা মুখার্জ্জি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্ট শিল্পে শান্তি চুক্তি অনুসারে যে ওয়ার্কস কমিটি চালু করিয়াছেন তাহা যে কত বড় ফাঁকি এবং ভাঁওতা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

কমরেড দুর্গা মুখার্জ্জি চটকল মজুরদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে জানান যে আগড়পাড়া চটকলের ওয়ার্কস কমিটির সমস্ত মজুর প্রতিনিধিরা ওয়ার্কস কমিটি হইতে ইস্তফা দিয়াছেন। তাঁহারা জানাইয়াছেন যে তাঁহারা কমিটিতে যখনই মজুরদের স্বার্থ অনুযায়ী কোন দাবী পেশ করিয়াছেন তখনই নানা আছিলায় সে গুলিকে বানচাল করা হইয়াছে; তাহাদের মতে ওয়ার্কস কমিটি দ্বারা মজুরদের কোন উপকার হওয়া অসম্ভব।

আলমবাজার চটকলের ওয়ার্কস কমিটিরও ঐ একই অবস্থা; এখানকার ওয়ার্কস কমিটির প্রতিনিধিরা ভোটার মজুরদের এক সভায় ওয়ার্কস কমিটি হইতে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বাংলার চটকলে ব্যাপক মজুর ছাঁটাই
ইউনিয়ন কর্ম্মীদের নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে গ্রেপ্তার ও চাকুরী হইতে সাসপেণ্ড।

আগড়পাড়া চটকল মজদুর ইউনিয়ন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইতেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের চটকল মালিকরা চটকল ট্রাইব্যুনালের রায় বাহির হওয়ার পর হইতেই ট্রাইব্যুনালের রায়ে মালিকদের মজুর ছাটাইয়ের অধিকার স্বীকৃতির সুযোগে ব্যাপকভাবে মজুর ছাটাই সুরু করিয়াছেন। আগড়পাড়া চটকলের শ্বেতাঙ্গ মালিক এব্যাপারে বিশেষ অগ্রনী। ইতিমধ্যেই এই মিলে বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্টের ২২ জন মজুরের মধ্যে ২১ জনকেই ছাটাই করা হইয়াছে। অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টেও প্রতি সপ্তাহে দুই এক জন করিয়া ছাটাই চলিতেছে কোন কারণ না দেখাইয়াই ইউনিয়ন কর্ম্মীদের সাসপেণ্ড করা হইতেছে। গত ১৪ই নভেম্বর মিলের ৯ জন দারোয়ানকে এবং ২৩শে নভেম্বর আরও ৩ জন দারোয়ানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। নারী মজুরদের ও ছাটাই করা হইতেছে; কোম্পানীর গুণ্ডারা ইউনিয়ন নেতাদের বিশেষ করিয়া সম্পাদক দুর্গা মুখার্জ্জিকে মার দিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াছে।

—পুস্তক সমালোচনা

গণবিপ্লব (নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যা)

কোন রাজনৈতিক দলের মুখপত্রের কাজ হলো সেই দলের মতবাদ, চিন্তাধারা, কর্ম্মপন্থা প্রভৃতি প্রচার করা, দেশের জনসাধারণকে সেই বিশেষ দলের চিন্তাধারা অনুযায়ী শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করা এবং সর্ব্বোপরি দলের আদর্শ অনুযায়ী লক্ষ্যে পৌছিবার পথ প্রস্তুত করা। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মুখপত্র প্রত্যক্ষই হোক, আর পরোক্ষই হোক, প্রকাশ করে। বিশেষ করে যে রাজনৈতিক দল সাম্যবাদে, মার্কসবাদে বিশ্বাস করে এবং মার্কসবাদী আদর্শে চলতে চেষ্টা করে তাদের মুখপত্রের প্রধান কাজই হোল একদিকে মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রচার করা, সর্ব্বপ্রকার বিভ্রান্তি ও আক্রমনের হাত থেকে মার্কসবাদের মূল নীতিকে বাঁচিয়ে রেখে ঠিক পথে নিয়ে যাওয়া অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী শ্রেণী সংগ্রামের ধারায় সমাজ বিপ্লবের যে স্তরে দেশ থাকে সেই স্তর অনুযায়ী তখনকার কর্ম্মপন্থা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা, দেশের প্রতিটি সমস্যার ডায়লেকটিয় বিচার পদ্ধতিতে সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করা, তখনকার করনীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করা এবং দৈনন্দিন গণ আন্দোলনকে ঠিক পথে পরিচালনা করা, আন্দোলনের খবর জনসাধারণের কাছে পোছে দেওয়া লেনিনের আদর্শ অনুযায়ী, "Organ is the Organisar of the party," অর্থ হচ্ছে যে বিপ্লবী দলের মুখপত্র দলের সংগঠকের কাজ করে, বিপ্লবের প্রস্তুতির পথ তৈরী করে।

তাই কোন সাম্যবাদী বা মার্কসবাদী দল যখন তার মুখপত্রের কোন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে, তাহা যে কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা কিংবা দিবসকে ভিত্তি করেই করুক না কেন (বিশেষ করে যে সব ঐতিহাসিক ঘটনা বা দিবস সমস্ত সাম্যবাদী আন্দোলনে চিরস্মরনীয় এবং পথ নির্দ্দেশক) সেই সংখ্যায় ঐ ঘটনা বা দিবসের তাৎপর্য্য, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা যেমন বর্ণনা করে তেমনি ঐ শিক্ষা হতে দেশের চলতি অবস্থায় যে পথ এবং চিন্তাধারা গ্রহণযোগ্য তাই বিশেষ করে প্রচার করে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা লব্ধ শিক্ষা দ্বারা চলতি প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা ভ্রান্তকর মতবাদের খণ্ডণ করে, আশুর কার্য্যক্রম সম্বন্ধে পরিষ্কার পথ নির্দ্দেশ করে—তাতেই মার্কসবাদী দলের মুখপত্রের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করার স্বার্থকতা

কিন্তু আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি ট্রেটস্কাইটিক ভ্যানগার্ডের মুখপত্র 'গণবিপ্লবের' নভেম্বর বিশেষ সংখ্যা সে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়েছে। ১৯১৭ সালের রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবকে ভিত্তি করে যখন এই সংখ্যাটি প্রকাশ করা হয়েছে তখন এতে উল্লিখিত ছিল পরিষ্কার করে রুশ বিপ্লবের তাৎপর্য্য ও শিক্ষা কি তাহা প্রকাশ করা, বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ ও আশু কার্য্যক্রম কি হওয়া উচিত তাহা দেখান; এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষে যখন মার্কসবাদী বলে পরিচিত বহু দল ও তাদের মতবাদ বিদ্যমান, তখন ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমাজবিপ্লবের স্তর কি (যা নিয়ে পরস্পর বিরোধী মতবাদ মার্কসবাদীদের মধ্যেই আছে) এবং ষ্ট্রাটেজি ও প্রোগ্রাম কি হওয়া উচিত, বিভিন্ন গণফ্রন্ট এবং তাদের আন্দোলনের ধারার পথ দেখান।

কিন্তু 'গণবিপ্লবের' নভেম্বর সংখ্যা এই দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার; যেন মার্কসবাদী আন্দোলনের এই দিক গুলোর সাথে 'গণবিপ্লবের' কোন সম্বন্ধই নেই। বিশেষ করে এই কথা গুলি বলা এই জন্যে যে গণবিপ্লবের এই সংখ্যায় শুধু দেখা যায় সোবিয়েতের ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও শরীর সাধনা, সোবিয়েত চলচ্চিত্র, যুদ্ধোত্তর সোবিয়েত পুনর্গঠন, সোবিয়েতের শিশু ও তাদের শিক্ষা পদ্ধতি, সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি বিষয়েই প্রবন্ধ ছাপা হইয়েছে। কিন্তু পূর্ব্বে উল্লিখিত বিষয় গুলি নিয়ে কোন প্রবন্ধই নেই। অবশ্য যে সব প্রবন্ধ গণবিপ্লবে ছাপা হইয়েছে তাদেরও ও একটা প্রয়োজন আছে, তবে এই প্রয়োজন সেটার কোন মার্কসবাদী আদর্শ চালিত সাংস্কৃতিক পত্রিকা—রাজনৈতিক দলের মুখপত্র নয়। তাই উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে গণবিপ্লবের এই সংখ্যাটি বিফল হয়েছে বলতে হবে। আশা করি গণবিপ্লবের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের এই সমালোচনার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে সেই ভাবে পত্রিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হবেন।

মুনাফা বিশেষজ্ঞ কমিটির রায়
শ্রমিক স্বার্থ বাঁচাইতে হইলে ইহাকে প্রতিরোধ করিতেই হইবে

(৮ম পৃঃ হইতে)

সংগ্রামী শ্রমিককে এই মিথ্যার ফাঁস ছিঁড়িতেই হইবে নচেৎ তাহার বাঁচিবার উপায় নাই। এবং শ্রমিক শ্রেণী যে ইহার প্রতিরোধ করিবেই সে সম্বন্ধেও মালিক শ্রেণী সচেতন। "শ্রমিকরা যেহেতু নূতন পরিকল্পনার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হইবে সেইহেতু তাহারা ইহার প্রতিরোধ করিবে এইরূপ আশংকা করা যায়"—Times of India এর এই কথাই তাহার প্রমান। সরকারী ও মালিক শ্রেণীর এই যুক্ত আক্রমনকে সফলভাবে প্রতিরোধ করিতে হইলে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট এখনই দরকার। পুঁজিবাদের দালাল জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতা খান্ডুভাই দেশাই ও জয়প্রকাশী সমাজতন্ত্রী নেতা অশোক মেহতা শ্রমিক বিরোধী পুঁজিবাদী চক্রে সমর্থন জানাইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণীকে ভুল বুঝাইয়া সংগ্রামের পথ হইতে সরাইতে তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন সন্দেহ নাই। ইহার উপযুক্ত জবাব দিতে হইলে এ. আই টি ইউ সির মধ্যেকার বিভেদ দূর করিয়া সংগ্রামী ঐক্যের ভিত্তিতে শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। তাহা হইতে দূরে থাকার অর্থ প্রতিক্রিয়ার নিকট শ্রমিক স্বার্থকে বিক্রয় করা এবং প্রগতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

শ্রমিক শ্রেণীর দায়িত্ব

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

গোষ্ঠিও নয়; আজ আমাদের প্রধান শত্রু দেশীয় ধনিক শ্রেণী, তার সরকার; এই ধনিক শ্রেণীর সরকারের উচ্ছেদের পথেই একমাত্র সম্ভব বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ কিংবা দেশীয় রাজা মহারাজা জমিদার গোষ্ঠির উচ্ছেদ করা। তাই শ্রমিক শ্রেণীর লড়াই আজ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য, তার নিজ শ্রেণী গণতন্ত্র কায়েম করিবার জন্য।

এই লড়াই পরিচালনা করিতে গিয়া লড়াইয়ের কলাকৌশল কার্য্যপদ্ধতি সবই শ্রমিক শ্রেণীকে, খাটিয়া লইতে হইবে।

একদিকে দল চিনিয়া লওয়া, অন্যদিকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া ইহাই বর্ত্তমানের কাজ। অন্যান্য শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীর সাথে ঘনিষ্ট ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—যে ঐক্য ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব। ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতির জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে আজ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে—যে কোন প্রকার আক্রমণ, অত্যাচার রুখিতে হইবে প্রতিরোধ আন্দোলনের মারফত। কলকারখানায় অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া হইতে শুরু করিয়া সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী আইন কানুন সব কিছুই আজ শ্রমিক শ্রেণীকে দৃঢ়তার সাহত রুখিতে হইবে। এই প্রতিরোধ আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন প্রতিরোধ কমিটির, কারখানায় কারখানায়, বস্তীতে বস্তীতে, মহল্লায় মহল্লায় আজ জঙ্গী শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতিরোধ কমিটি গড়িয়া তুলিতে হইবে—লড়াইয়ের ভিতর সত্যিকারের প্রতিনিধি বাছিয়া নিয়া তাহাদের দ্বারাই প্রতিরোধ কমিটি গড়িয়া তুলিতে হইবে—এই প্রতিরোধ কমিটিই ধীরে ধীরে শিক্ষা দিবে লড়াইয়ের কলা কৌশল, চিনাইয়া দিবে শত্রু মিত্র, প্রস্তুত করিবে শ্রমিক শ্রেণীকে নিজ শ্রেণী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করিবার কায়দা কানুন।

মুনাফা বিশেষজ্ঞ কমিটীর রায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সময়ের তুলনায় এজেন্সি কমিশন গড়ে পাঁচ সত গুণ বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; বস্ত্র শিল্পে ৫ হইতে ৮ গুণ বাড়িয়াছে যুদ্ধ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায়। সুতরাং এইভাবে শ্রমিককে বিরাট লাভের মোটা এক অংশ হইতে বঞ্চিত করা হইল।

এইরূপে বঞ্চিত করিয়াও সরকারের তৃপ্তি হয় নাই। তাই পরিকল্পনার এই "নীট মুনাফার শতকরা ১০ ভাগ বাধ্যতামূলক ভাবে রিজার্ভ ফাণ্ডে বদলী করা হইবে।" ইহাও বর্ত্তমানের অবস্থা। রিজার্ভ ফাণ্ডে নীট মুনাফার শতকরা ২০ ভাগ পর্য্যন্ত জমা করা উচিত বলিয়া রিপোর্টে মত প্রকাশ করা হইয়াছে। অথচ এই রিজার্ভ ফাণ্ডের উদ্দেশ্য যে মালিকের নিজের পকেট ভর্ত্তির চেষ্টা তাহার অনেক প্রমান আছে। নূতন যন্ত্রপাতি কিনিবার এবং শিল্পের উন্নতির অজুহাতে রিজার্ভ ফাণ্ড সৃষ্টি করিলেও বাস্তবে তাহাকে কেবল মাত্র এই সকল কাজে নিযুক্ত করা হয় না। ইতিমধ্যে বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রিজার্ভ ফাণ্ড হইতে মোটা অর্থ মূলধনে নিয়োগ এবং অংশীদারদিগের মধ্যে বোনাস শেয়ার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং হইতেছেও। যুদ্ধের মধ্যে ইস্পাত, সিমেণ্ট, কাপড় প্রভৃতি উপরোক্ত শিল্পগুলিতে যে বিরাট লাভ হইয়াছে তাহাতে তাহাদের রিজার্ভ ফাণ্ড আদায়কৃত মূলধনের ও বহু গুণে দাঁড়াইয়াছে। ইহার পর যদি এই রিজার্ভ ফাণ্ডকে বোনাস শেয়ার বিলি করিয়া মূলধনে রূপান্তরিত করা যায় তাহা হইলে আদায়কৃত মূলধন দুই তিন গুন বাড়িয়া যাইবে ফলে শ্রমিককে মুনাফা বাঁটোয়ারায় ফাঁকি দেওয়া এবং প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করা যাইবে।

এজেন্সি কমিশন, ক্ষতিপূরণ, রিজার্ভ ফাণ্ডের মধ্য দিয়া মালিককে যথাসাধ্য লুণ্ঠন করিবার সুযোগ দিয়াও বিশেষজ্ঞ কমিটি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। ইহার পরও যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা হইতে মালিককে আদায়ীকৃত মূলধন ও সমস্ত রিজার্ভ ফাণ্ডের উপর শতকরা ছয়ভাগ হিসাবে দিতে হইবে। ইহা মালিক শ্রেণীর "ন্যায্য প্রাপ্য" এবং এই ন্যায্য পাওনাও কখনও মারা যাইবে না যেহেতু "কোন বৎসরে বর্ত্তমান হারে লভ্যাংশ দিবার মত মুনাফা না হইলে তাহা পরবর্ত্তী বৎসরে পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে।" সুতরাং ইহার পর মালিক গোষ্ঠি খুসী না হইয়া আর পারে না।

শ্রমিকের বেলায় শুধুই ফাঁকি

মুনাফা বাঁটোয়ারা বোনাসের স্থান গ্রহণ করিবে বলিয়া শ্রমিক বার্ষিক বোনাস আর পাইবে না। উপরোক্ত শিল্পগুলিতে শ্রমিকরা কমপক্ষে দুই তিন মাসের মাহিনা বোনাস হিসাবে পাইয়া থাকে অথচ মুনাফা বাঁটোয়ারা পরিকল্পনা চালু হইলে তাহারা তাহা পাইবে না এবং এমনকি পূর্ব্বে যাহা পাইত তাহা অপেক্ষা অনেক কম ক্ষতিপূরণ তাহারা তাহাদের মিলিবে। Times of India রই মতে "টাটা ষ্টীল কম্পানী গত বৎসর যেখানে ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে শ্রমিকেরা যেখানে পাইবে ২৮·১ লক্ষ টাকা। কিংবা "এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কম্পানী তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হিসাবে পাইবে ৫৬ লক্ষ টাকা অথচ ১৯৪৬-৪৭ সালে তাহার নীট লাভ হইয়াছিল ৪৭·৫ লক্ষ। সুতরাং শ্রমিকরা কোন লভ্যাংশ বা বোনাস পাইবে না।" সুতরাং জিনিষপত্রের চড়া দামের তুলনায় শ্রমিকদিগকে উপযুক্ত মজুরী ও বোনাস দিবার পরিবর্ত্তে তাহাদের প্রকৃত আয় কমাইয়া দেওয়া হইল।

শুধু তাহাই নয় যদি শ্রমিক শ্রেণী তাহাদের ন্যায্য দাবী আদায় করিবার জন্য ধর্মঘট করে তাহা হইলে এই যতসামান্য অর্থও তাহাদের জুটিবে না। "শ্রমিকেরা কিংবা শ্রমিকের একাংশ কোন বৎসর বেআইনী ধর্মঘটে যোগ দিলে মুনাফা বাঁটোয়ারা পরিকল্পনা হইতে তাহাদিগকে সেই বৎসর সম্পূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে বঞ্চিত করা হইবে।" নেহেরু সরকারের আইনে শ্রমিকের কোন ধর্মঘটটি যে আইন সম্মত তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ছাঁটাই ও জুলুমের প্রতিবাদে এবং এমন কি সরকারী শালিসীর রায় মালিক পক্ষকে মানাইতে কোন রকমে বাধ্য করিতে না পারিয়া যখন ধর্মঘট করে শ্রমিক তখন সেগুলিও সরকারী আদেশে বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। শ্রম মন্ত্রীও এই কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং অবিচার, অন্যায় ও বে আইনী জুলুমের প্রতিবাদে ও শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত ধর্মঘটের অধিকার হইতে এই পরিকল্পনার জোরে তাহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

(৭ম পৃঃ দেখুন)

কংগ্রেসী নেতা অজয় মুখার্জ্জির বিশিষ্ট শিষ্য এবং কোলাঘাট কংগ্রেস সম্পাদকের চোরা কারবারের গোপন তথ্য ফাস —

অজয় মুখার্জ্জির সভায় জোর করিয়া সত্যের কণ্ঠরোধ।

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

কোলাঘাট, মেদিনীপুর—

সম্প্রতি মেদিনীপুরের কোলাঘাট অঞ্চলে কংগ্রেসী নেতা অজয় মুখার্জ্জি কংগ্রেসের প্রচার কার্য্য উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করিয়াছিলেন; জনসমাবেশের আশায় সভার পূর্ব্বে জোর প্রচার চালানো হইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের মনে কংগ্রেসী সরকারের অব্যবস্থা, দুর্নীতি, চোরাকারবারের পরোক্ষ সমর্থন, জমিদার ব্যবসায়ী গোষ্ঠির সাথে একজোট হইয়া জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালানোর ফলে এমনিতেই কংগ্রেস সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব এবং অনাস্থা আসিয়াছে। জনসাধারণের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা জনসাধারণকে একদিকে সভায় যোগ না দিলে শাস্তি দেওয়া হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন এবং অপর দিকে নানা প্রকার ভাওতা দিতে থাকেন। ফলে শেষ পর্য্যন্ত সভায় কিছু লোক আসিয়াছিল।

স্থানীয় কংগ্রেসের সম্পাদক সভায় সভাপতিত্ব করেন। নেতা অজয় মুখার্জ্জির সারহীন বক্তৃতার পর শ্রোতাদের মধ্যে একজন সভায় কিছু বলিতে চাহিলে তাহাকে জোর করিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়। প্রকাশ যে উক্ত শ্রোতা সভার সভাপতির গোপন চোরা কারবারের তথ্য ফাঁস করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই একজন বিশ্বস্ত কংগ্রেস কর্ম্মী হইয়াও তিনি সভায় বলিবার সুযোগ পাইলেন না। শোনা গেল যে উক্ত সভাপতি মহাশয় বেশ কিছু দিন ধরিয়াই বেনামীতে চোরাকারবারের ব্যবসা চালাইতেছেন; সম্প্রতি কয়েক নৌকা ভর্ত্তি চাউল উক্ত সভাপতি মহাশয় চোরাকারবারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলে উহা পুলিশের হস্তে ধরা পড়ে, কিন্তু কংগ্রেস সম্পাদকে এই অপকীর্ত্তি পুলিশ ধামা চাপা দিয়া রাখে। সভায় জোর করিয়া তথ্য দাতাকে বসাইয়া দিলেও এই খবর জনসাধারণের কাছে পৌঁছায় এবং ইহাতে তাহাদের মনে তীব্র অসন্তোষ জন্মে। এখানে স্মরণ থাকিতে পারে যে এই অজয় মুখার্জ্জিই কাপড়ের চোরা কারবার বন্ধের জন্য জনসাধারণকে কিছুকাল উলঙ্গ থাকিবার উপদেশ দিয়াছিলেন।

সুবিমল ঘোষের
প্রযোজনায়

ফিল্ম ক্র্যাফট্ (ইণ্ডিয়া) এর

—চিত্রার্ঘ্য—

"মূক ও মুখর"

কাহিনী—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
পরিচালক :—

একজন সুপ্রসিদ্ধ শিল্প নির্দ্দেশক

—প্রস্তুতির পথে—

বিজ্ঞপ্তি

১। গণদাবীর সমস্ত গ্রাহকদের জানানো হইতেছে যে গণদাবীর ১৫ই নভেম্বরের বিশেষ সংখ্যাটির মূল্য চারি আনা থাকায় ঐ সংখ্যাটিকে সাধারণ দুইটি সংখ্যার ন্যায় ধরা হইবে (সাধারণ সংখ্যার মূল্য দুই আনা)। সেই জন্য গ্রাহকেরা ঐ বিশেষ সংখ্যা নগদ মূল্যে না কেনায় তাহাদের জমা চাঁদার হিসাব মত সংখ্যা হইতে ১ কপি কম কাগজ পাইবেন।

২। যে সমস্ত ত্রৈমাসিক গ্রাহকদের চাঁদার মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে তাঁহাদের পুনরায় চাঁদা জমা দিয়া গ্রাহক হইবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

চাঁদার হার :

ত্রৈমাসিক— ১৲ টাকা
সান্মাসিক— ২৲ টাকা
বাৎসরিক— ৪৲ টাকা
} সডাক

৩। গণদাবীর জন্য সমস্ত চিঠি পত্র, টাকা পয়সা ম্যানেজার, গণদাবী, ১এ একজিবিসন রো এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৪। বিজ্ঞাপনের জন্য খোজ খবরাদি কিংবা চিঠি পত্র এবং টাকা পয়সা এডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার, গণদাবী নামে পাঠাইতে হইবে।

৫। গণদাবীতে ছাপাইবার জন্য যে কোন সংবাদ বা লেখা সম্পাদক, গণদাবী নামে পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার, গণদাবী
১ এ একজিবিশন রো
কলিকাতা—১৭

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ্র কর্ত্তৃক আর্ট-প্রেস, ২০ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রিট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—কার্য্যালয়ঃ ১-এ, একজিবিসন রো, কলিকাতা—১৭